ইউনিয়ন পরিষদের ভাবমূর্তি ঃ জনঅংশগ্রহণ প্রসংগ

দীর্ঘদিনের ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার জনগণের আস্থা ও অনাস্থার দোলাচলের মাঝে টিকে আছে। ঔপনিবেশিকতার হাত ধরে এদেশের স্থানীয় সরকার ইতিহাসের বিভিন্ন কালপর্বে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অস্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভিযোগ নিয়ে কালের শিখণ্ডী হয়ে আজও মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে স্থানীয় সরকারকে রাষ্ট্রপরিচালনার অন্যতম অঙ্গ হিসেবে গণ্য করা হয়। গণতন্ত্রের শেকড় ও অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের প্রাণশক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে স্থানীয় সরকার। কিন্তু স্থানীয় সরকারের কেন্দ্র-নির্ভরতা, আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতাহীনতা, দক্ষতার ঘাটতি এবং স্থানীয় সম্পদ সমাবেশের ক্ষেত্রে এর সীমাবদ্ধতা ও তৃণমূল স্তরের জনগনের কাছে সেবা পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা এবং ব্যর্থতার প্রশ্নে বারবার এ প্রতিষ্ঠানটিকে প্রশ্নবিদ্ধ হতে হয়েছে। দেশের সরকারি প্রতিষ্ঠানের মতো ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম সংক্রান্ত ব্যাপারে সাধারণ মানুষের তথ্য জানার অধিকার অত্যন্ত সীমিত। ইউনিয়ন পরিষদের আর্থিক ও উন্নয়ন পরিকল্পনায় স্থানীয় জনসাধারণ অংশগ্রহণ করতে পারলো কি পারলো না, বাজেট বণ্টনে চাহিদাভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হলো কি হলো না, ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যরা দরিদ্রজনগোষ্ঠি ও নারীদের স্বার্থে বাজেটে বরাদ্দ রাখার সুযোগ পেলো কি পেলো না, তা জানার কোনো সুযোগ নেই স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিরাজমান গোপনীয়তার সংস্কৃতির কারণে। গোপনীয়তার সংস্কৃতি থেকে বেড়িয়ে আসার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের কার্যকর ভূমিকা নিয়েও তেমন একটা মাথা ঘামাননি নীতি-বিশেষজ্ঞরা। জনগণের তথ্য জানার অধিকার নিশ্চিত হলেও গণমাধ্যমের কার্যকর প্রয়োগে, স্থানীয় সরকার পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ যে প্রশস্ত হতে পারে, তা সাম্প্রতিককালে সরকার ও সুশীল সমাজের আলোচনায় উঠে এসেছে। এই প্রসঙ্গকে সামনে রেখে ডেমক্রেসিওয়াচের বিগত কয়েক বছর 'জনগনের দরবার' প্রকল্প বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতায় ইউপি'র গ্রহণযোগ্যতা ও ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়টির গুরুত্ব অনুভূত হয়েছে।

ডেমক্রেসিওয়াচ ইউপিকে গণমূখী, অংশগ্রহণমূলক এবং জবাবদিহিমূলক করতে 'জনগণের দরবার' প্রকল্পের মাধ্যমে যশোর, গাজীপুর, দিনাজপুর এবং নীলফামারী জেলার ২৮ টি ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে ১০-১২ সদস্য বিশিষ্ট ২৫২ টি সিটিজেন কমিটি গঠন করে। আড়াই হাজারের বেশী সদস্যের এ কমিটিগুলো ইউপি'র উন্নয়ন পরিকল্পনা, বাজেট প্রণয়ন এবং স্ট্যান্ডিং কমিটিতে অংশগ্রহণ করা ছাড়াও নিয়মিত উঠান বৈঠকের মাধ্যমে জনগনের সমস্যা ও অগ্রাধিকার চাহিদাগুলো চিহ্নিত করে ইউপি'র সামনে তুলে ধরছে। এই কাজগুলো করতে গিয়ে সিটিজেন কমিটির সদস্যরা এবং জনপ্রতিনিধিরা বিভিন্ন সময়ে তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে ইউপি'র কার্যক্রমে জনঅংশগ্রহণ এবং ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠায় যে বিষয়গুলোকে অন্তরায় বলে মনে করছেন ঃ

১. **ইউপি'র কাজের পরিধি, ধরন এবং ক্ষমতা সম্পর্কে জনগনের এবং কোন কোন ক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিদের স্পষ্ট ধারনার অভাব রয়েছে**
   ক. ইউনিয়ন পরিষদ পরিচালনায় বিদ্যমান আইন, অধ্যাদেশ, বিধি, নীতিমালা এবং সরকারি প্রজ্ঞাপন সমূহ প্রচারে জাতীয় এবং স্থানীয় উদ্যোগের অনুপস্থিতি
   খ. বিদ্যমান আইন, অধ্যাদেশ, বিধি, নীতিমালা এবং সরকারি প্রজ্ঞাপন সমূহ অনেকক্ষেত্রে ইউপিতে সময়মত পৌছায় না এবং সংরক্ষিত হয়না
   গ. নির্বাচিত হওয়ার সাথে সাথে ইউপি'র কাজের পরিধি, ধরন এবং এখতিয়ার সম্পর্কে জনপ্রতিনিধিদের প্রশিক্ষন/ ওরিয়েন্টেশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকা

২. **ইউপি'র সাফল্য প্রচারিত না হওয়া বরং নেতিবাচক দিকগুলো (সত্য বা অসত্য) বেশী প্রচার পাওয়া**
   ক. ইউপির সাফল্য এবং ইতিবাচক দিকগুলো চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে দক্ষতার ও উদ্যোগের অভাব

খ. ইউপি কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগ ও কার্যক্রমের প্রচার কৌশল সম্পর্কে ইউপি প্রতিনিধির ধারনা না থাকা
গ. স্থানীয় পর্যায়ে গণমাধ্যম এর সাথে সমন্বয় এবং যোগাযোগ না থাকা
ঘ. ইউপির কাজের বিস্তারিত বিবরন জনসম্মুখে তুলে না ধরা
ঙ. স্বার্থের দ্বন্দ্বের কারনে জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক মামলা
চ. ইউপির প্রতিনিধি এবং কার্যক্রম সম্পর্কে গণমাধ্যম কর্মীদের গতানুগতিক মনোভাব
ছ. অনুসন্ধানী প্রতিবেদন/ সাংবাদিকতার অভাব

৩. গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ইউনিয়ন পরিষদ পরিচালিত না হওয়া

ক. পরিষদ গঠন কাঠামো ও পরিচালনা প্রেসিডেন্টশিয়াল পদ্ধতির। অধিকাংশ ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী ফলে পরিষদে সংসদীয় পদ্ধতির গনতন্ত্র চর্চার সুযোগ কম
খ. রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারনে ইউপি প্রতিনিধিদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাবের অভাব
গ. পরিষদের সদস্যেদের মধ্যে জবাবদিহিতার চর্চার মনোভাবের অনুপস্থিতি।
ঘ. পরিষদের সদস্যদের মধ্যে স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে সুবিধা ভোগ করার প্রবনতা।

৪. তথ্য গোপনীয়তার সংস্কৃতি

ক. তথ্য প্রকাশের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই অর্থাৎ কোন তথ্য কতটুকু, কখন, কি মাধ্যমে প্রকাশিত হবে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা নেই
খ. তথ্য প্রকাশ করার জন্য স্থানীয়ভাবে চাহিদা/ কার্যকর দাবি না থাকা
গ. ইউপি'র তথ্য প্রকাশের জন্য বিদ্যমান যে সরকারি ফরমেট রয়েছে তা বেশ পুরানো যা বর্তমানে জনগনের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, যেমন বাজেট ফরমেট
ঘ. অনিয়ম, দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনার চিত্র প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার আশংকা
ঙ. ইউপি'র কাজের যথাযথ মনিটরিং না হওয়া
চ. তথ্য প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কারিগরি দক্ষতা ও লোকবলের অভাব

৫. জবাবদিহিতার অভাব

ক. ইউপি প্রতিনিধিদের জবাবদিহিতার জন্য বর্তমানের প্রচলিত আইনে সুনির্দিষ্ট কোন নীতিমালা নেই
খ. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইউপি'র দৃশ্যমান ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা না থাকায় জনগন প্রত্যাশাহীন হয়ে পড়ছে ফলে তাদের মধ্যে জবাবদিহিতা আদায়ের মনোভাব গড়ে উঠছেনা
গ. জবাবদিহিতার সুফল সম্পর্কে জনগণ এবং জনপ্রতিনিধিদের কোন ধারনা না থাকা
ঘ. জবাবদিহিতা না করলে শাস্তি বা করলে কোন ধরনের স্বীকৃতি/ পুরস্কারের ব্যবস্থা না থাকা

৬. জনঅংশগ্রহণ বাড়াতে ইউপি'র আন্তরিকতার অভাব

ক. ইউপি'র কার্যক্রমে বাধ্যতামুলক জনঅংশগ্রহণের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই
খ. জনঅংশগ্রহণের জন্য প্রচার কৌশল ও ব্যয় সংস্থানের কোন বাস্তব দিক নির্দেশনা নেই
গ. জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমে দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার সুফল সম্পর্কে জনপ্রতিনিধিরা সচেতন নন

৭. বৈষম্যমূলক আচরন

ক. ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যরা বিভিন্ন উন্নয়ন বরাদ্দ বন্টন, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে পছন্দসই ব্যক্তিকে মনোনিত করে থাকেন

খ. রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা অথবা চাপের কারণে বৈষম্যমূলক সাহায্য বন্টন হয়ে থাকে

গ. কোন কোন ক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিরা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষপাতমূলক বন্টন নীতিমালার স্বীকার হন

ঘ. ইউপির প্রকৃত সাহায্য প্রার্থী/ দরিদ্রের সংখ্যা (চড়াবৎঃু রহভড়ৎসধঃরড়হ) সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য ইউপিতে না থাকা

ঙ. সিদ্ধান্ত প্রহণে নারী সদস্যের মতামত যথাযথ গুরুত্ব না দেয়া

চ. প্রকল্প প্রনয়ন ও বাস্তবায়নে নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ও সুবিধাবঞ্চিতদের বিবেচনায় না আনা

৮. জনগুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প পরিকল্পনা না করা/ দায়সারা ভাবে প্রকল্প পরিকল্পনা যা টেকসই নয়

ক. ইউপি কর্তৃক গৃহীত প্রায় সকল প্রকল্পই স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনায় হয়ে থাকে। এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে জনগনের মতামতের ভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নেই

খ. উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বানের ফলে ব্যক্তিগত ক্ষতির আশংকায় বেশি অর্থের জনগুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প ইউপি গ্রহণ করতে চায়না। ফলে বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলো টেকসই হয়না এবং জনগনের আশা-আকাংখার প্রতিফলন হয়না

গ. টেকসই প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য যথেষ্ট কারিগরী দক্ষতার অভাব

ঘ. প্রকল্পের অর্থের ছাড় করাতে জনপ্রতিনিধিদেরকে স্থানীয় প্রশাসনকে ঘুষ দিতে হয় ফলে ঠিক যত টাকা বরাদ্দ সে অনুযায়ী প্রকল্প গ্রহণ করা যায়না। এতে প্রকল্পের সঠিক মান রক্ষা করা সম্ভব হয়না

ঙ. কেন্দ্রীয় সরকারের অদূরদর্শীতার কারণে কম সময়ের মধ্যে অধিক অর্থ খরচ করার সুযোগ করে দেয়া হয় ফলে অনিয়ম হয়ে থাকে

৯. সম্পদ, কর্তৃত্ব, ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা, নিয়ন্ত্রণ এবং কেন্দ্র নির্ভরতা

ক. স্থানীয় আয়ের উৎসগুলো থেকে আয় করার জন্য কারিগরি ও দক্ষ লোকবলের অভাব রয়েছে পাশাপাশি ইউপির আইনগত ক্ষমতা প্রয়োগ করার সীমাবদ্ধতা রয়েছে

খ. সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য মনিটরিং এবং অডিট কার্যক্রমের দুর্বলতা রয়েছে

গ. ইউপির মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দক্ষতার অভাব রয়েছে

ঘ. বিভিন্ন সময়ে সরকার পরিপত্র এবং নির্বাহী আদেশ জারির মাধ্যমে ইউপির আয়ের উৎস সমূহ যেমন হাট-বাজার, জলমহাল, বালুমহাল, পাথর ঘাট, খেয়াঘাট, শ্যালোঘাট এবং খাসজমি ইজারা দেয়ার ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে। ফলে ইউপির নিজস্ব আয়ের পথ আরো সংকোচিত হয়েছে

ঙ. অতিমাত্রায় কেন্দ্র নির্ভরতা ও নিয়ন্ত্রণের ফলে ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় সরকারের স্তর হিসেবে তার পৃথক স্বত্তা হারিয়ে ফেলছে

ইউনিয়ন পরিষদের ইতিবাচক ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠায় জনঅংশগ্রহণ উন্নয়নে 'জনগনের দরবার' প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমে জনপ্রতিনিধি, সিটিজেন কমিটির সদস্য এবং স্থানীয় জনগনের মতামতের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ তুলে ধরা হলোঃ

১. ইউনিয়ন পরিষদ পরিচালনায় বিদ্যমান আইন, অধ্যাদেশ, বিধি, নীতিমালা এবং জনগুরুত্বপূর্ণ সরকারি প্রজ্ঞাপন সমূহ জাতীয় প্রচার মাধ্যমের সহায়তায় জনগনকে অবহিত করার উদ্যোগ নিতে হবে। পাশাপাশি জেলা প্রশাসন, উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে সরকারিভাবে স্থানীয় সরকারের কার্যক্রম প্রচারের ব্যবস্থা নিতে হবে।

২. নির্বাচিত হওয়ার পর ইউপি'র কাজের পরিধি, ধরন এবং এখতিয়ার সম্পর্কে জনপ্রতিনিধিদের ওরিয়েন্টেশনের ব্যবস্থা নিতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের মধ্যে সমন্বয় আনতে হবে।

৩. স্থানীয় খবরগুলো আরো বস্তুনিষ্ঠ ভাবে প্রচারে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসতে হবে। বিশেষ করে স্থানীয় সফল উদ্যোগগুলো আকর্ষনীয় ভাবে উপস্থাপন করতে হবে।

৪. ইউনিয়ন পরিষদ গঠন কাঠামো ও পরিচালনায় সংসদীয় পদ্ধতি প্রবর্তনে প্রয়োজনীয় আইন সংশোধনের বিষয়টি নিয়ে নীতি-নির্ধারনী পর্যায়ে আলোচনার সূত্রপাত করতে হবে।

৫. ইউনিয়ন পরিষদ এবং স্থানীয় পর্যায়ে সকল সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

৬. স্থানীয় পর্যায়ে জবাবদিহিতার সংস্কৃতি উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং জনগনের মধ্যে আন্ত:সম্পর্কের বৃদ্ধিতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে (যেমন: পাবলিক হিয়ারিং, ওয়ার্ড সভা ইত্যাদি)।

৭. ইউপি'র কার্যক্রমে জনঅংশগ্রহণের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

৮. প্রতিটি ইউনিয়নে নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ও সুবিধাবঞ্চিতদের বিবেচনায় এনে দরিদ্র ও প্রকৃত সাহায্য প্রার্থীর তথ্য সংবলিত ডাটাবেজ তৈরীতে সরকারি উদ্যোগ নিতে হবে।

৯. স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে প্রণীত দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার ভিত্তিতে একটি আন্ত:সরকার অর্থ বন্টন নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

১০. জনগনের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে টেকসই উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে এবং এসব প্রকল্পের বরাদ্দ সরাসরি ইউপি'র তহবিলে দিতে হবে। প্রকল্প অনুমোদনে সকল প্রকার আমলাতান্ত্রিক জটিলতা পরিহার করতে হবে।

১১. কেন্দ্র নির্ভরতা কমিয়ে আনতে ইউপিকে স্থানীয় সম্পদের কর্তৃত্ব (যেমন হাট-বাজার, জলমহাল, বালুমহাল, পাথর ঘাট, খেয়াঘাট, শ্যালোঘাট এবং খাসজমি ইজারা দেয়ার ক্ষমতা) কর আরোপ ও আদায়ে দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে।

১২. আর্থিক প্রতিষ্ঠান / ব্যাংক থেকে প্রকল্প ঋণ গ্রহনের আইনি ক্ষমতা প্রদান ।

ডেমক্রেসিওয়াচ
৬ সেপ্টম্বর ২০০৯
"ইউনিয়ন পরিষদের ভাবমূর্তি ঃ জনঅংশগ্রহণ প্রসংগ"
শীর্ষক মতবিনিময় সভায় উপস্থাপিত
dwatch@bangla.net
www.dwatch-bd.org